

তথ্য অধিকার বার্তা

প্রান্তজনের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক নিউজলেটার
১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ২০১০

দারিদ্র্য বিমোচন ও তথ্য অধিকার আইন

জার্মানীর রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং-এর সহায়তায় রিইব-এর তথ্য অধিকার আইন প্রকল্প

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) জার্মানীর Rosa Luxemburg Foundation এর আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার আইন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ে একটি পাইলট প্রকল্প শুরু করেছে। “Empowering the Disadvantaged in Bangladesh through Access to Justice by the Right to Information Act (RTI)” শীর্ষক এই প্রকল্পে সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার ঋষি ও মুন্ডা সম্প্রদায়, মুন্সিগঞ্জ জেলার বেদে সমাজ, কুষ্টিয়া জেলার হরিজন জনগোষ্ঠী এবং নীলফামারী জেলার রবিদাস সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে ও দারিদ্র্য বিমোচনে তথ্য অধিকার আইন কীভাবে সহায়ক শক্তি হতে পারে সে লক্ষ্যে কাজ হচ্ছে। রিইব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর (নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয়, শ্রেণী ও সাংস্কৃতিক) সাথে গত ২০০২ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। এইসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যরা সুবিচার, অধিকার এবং সমাজের সকল স্তরে সমভাবে অংশগ্রহণের অধিকার চায়। দেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যাতে সদ্য প্রণীত তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে নিজেদের অধিকার স্থাপন ও অবস্থার পরিবর্তন এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে সেটাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া তাদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া যার মাধ্যমে তারা সমস্যা চিহ্নিতকরণ, গুছিয়ে প্রশ্ন করা এবং কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লেখার মতো কাজগুলোতে দক্ষতা অর্জন করতে পারে। এই পাঁচটি জনগোষ্ঠীর সুশাসন ও সুবিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যারা তাদের নৃতাত্ত্বিক, ধর্মভিত্তিক জাতিগত এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের কারণে অবিচারের শিকার হয়ে থাকে।

রিইব-এর এই গবেষণা শুরু হয়েছে মূলত জানুয়ারী ২০১০ থেকে এবং পদ্ধতি হিসাবে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, এডভোকেসি এবং প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে এই গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। এই গবেষণায় মার্চ ২০১০ পর্যন্ত যেসব কাজ হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: স্থানীয় গণগবেষণা দল গঠন, দলীয় আলোচনায় জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ, প্রকল্প সমন্বয়ক, মাঠ সমন্বয়ক এবং স্থানীয় এনিমেটর নিয়োগ, বেইজলাইন সার্ভে, তথ্য অধিকার আইনের প্রশিক্ষণ, আইনের ব্রোশিউর এবং সহজপাঠ প্রকাশ এবং তথ্য আইনের মাধ্যমে কীভাবে বিভিন্ন অফিসে আবেদন প্রেরণ করা যায় তার প্রশিক্ষণ অন্যতম।

জনগণকে শাসন করে অন্যসব আইন সরকারকে শাসন করে তথ্য আইন

জনগণের জানার অধিকার নিয়ে বাংলাদেশে ২০০৯ সালের ০১ জুলাই তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হয়েছে। মানবাধিকার সংস্থা এবং গণমাধ্যমের দীর্ঘদিনের দাবীর ফসল ছিল এটি যা কিনা দেশের সুশাসন

প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে বলে মনে করা হয়। এই আইন মূলত যেসকল তথ্য আগে গোপনীয়তার বেড়া জালে জনগণের নাগালের বাইরে ছিল তাকে জনগণের জন্য সহজলভ্য করার শর্তে করা হয়েছে। এই আইনের মূল বৈশিষ্ট্য এটি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতাকে নিশ্চিত করবে। এই আইনে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক সরকারী, বেসরকারী অফিসে একটি তথ্য প্রদান ইউনিট থাকবে এবং একজন ব্যক্তি তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন, যিনি আবেদন পাবার ২০ দিনের মধ্যে জনগণকে তথ্য প্রদান করবেন। এই তথ্য অধিকার আইনটির কার্যকারিতা একমাত্র জনগণই এর ব্যবহারের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে পারে। এই উদ্দেশ্যে রিইব আইনটির একটি সহজ পাঠ প্রকাশ করেছে। এখানে তা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হল।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ : সহজপাঠ

তথ্য অধিকার আইন কী এবং কেন ?

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সনের ০১ জুলাই থেকে সরকারীভাবে কার্যকর হয়েছে। তথ্য আইনের মাধ্যমে জনগণ সরকারের কাছ থেকে সরকারের কর্মকান্ড সংক্রান্ত এমন সব তথ্য চাইতে পারে, যা সরকার আগে জনগণের কাছ থেকে গোপন রাখত। এখন তথ্য আইনের মাধ্যমে সেসব তথ্য জনগণের জানার অধিকারের আওতায় আনা হয়েছে। সরকারী বা বিদেশী সাহায্যপ্রাপ্ত সকল এনজিও এই আইনের আওতায় পড়ে।

‘তথ্য’ বলতে কী বোঝায় ?

সরকার যেসব পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয় তার বিবরণ এবং সরকারী কাজে যেসব দলিলপত্র ব্যবহার হয়, সরকারী কাজের মাধ্যমে যেসব দলিল, চিঠি, ফাইল ইত্যাদি তৈরী হয়, তা সবই তথ্য। যেমন, সরকারী সব প্রতিষ্ঠানের গঠনপ্রণালী, ব্যবস্থাপনা কাঠামো, অফিসের কাগজপত্র, ফাইল, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, চিঠি, রিপোর্ট, খরচের হিসেব, প্রকল্প প্রস্তাব, ছবি, ফিল্ম ইত্যাদি সব কিছুই তথ্য।



তথ্য অধিকার আইন ও গণগবেষণা বিষয়ক কর্মশালা, ফেয়ার অফিস, কুষ্টিয়া, ৩-৬ জানুয়ারী ২০১০

‘কর্তৃপক্ষ’ বলতে কি বোঝায় ?

যেসব প্রতিষ্ঠান জনগণের পয়সায় পরিচালিত হয়, যেমন সরকারী অফিস-আদালত ও কিছু কিছু এনজিও, তাদের কর্তৃপক্ষ এই সংজ্ঞায় পড়ে। তথ্য আইনে এইসব কর্তৃপক্ষকে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদানে বাধ্য করা হয়েছে। তবে, ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থার কর্তৃপক্ষ বা সরকারী বা বিদেশের অর্থ দ্বারা পরিচালিত নয় সেই রকম এনজিও এই সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না।

তথ্য কর্মকর্তা কাকে বলে ?

প্রত্যেক সরকারী ও নির্দিষ্ট কিছু বেসরকারী কর্তৃপক্ষ তাদের অফিসে একজন করে কর্মকর্তা নিয়োগ দেবে যার কাছে জনগণ তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে অনুরোধ করতে পারবে। এইসব কর্মকর্তাই “দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা”।

কোন ধরনের তথ্য জানতে চাওয়া যাবে না ?

বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের ক্ষতিসাধন করতে পারে; অন্য কোন দেশ বা আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষতি করতে পারে; কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে; আইনের প্রয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বা জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এই ধরনের তথ্য সরকার/কর্তৃপক্ষ কোন নাগরিককে দিতে বাধ্য হবে না।

তথ্য পেতে হলে একজন নাগরিককে কী করতে হবে ?

কেউ কোন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন তথ্য জানতে চাইলে তাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে লিখিতভাবে, ই-মেইলের মাধ্যমে অথবা বিধিমালা অনুমোদিত ফরম্যাট-এ তথ্যের জন্য আবেদন করা যাবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কীভাবে তথ্য প্রদান করবেন ?

তথ্যের জন্য কোন নাগরিকের কাছ থেকে অনুরোধ পাবার ২০ দিনের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সে তথ্য বাধ্যতামূলকভাবে সরবরাহ করতে হবে। তবে যে তথ্য চাওয়া হয়েছে তা যদি অন্য কোন ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যোগাড় করতে হয় তাহলে এই সময়সীমা ৩০ দিন। আর যদি কোন কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধকৃত তথ্য না দিতে পারে তাহলে তার কারণ উল্লেখ করে আবেদন পাবার ১০ দিনের মধ্যে তা অনুরোধকারীকে জানাতে হবে।

অনুরোধকৃত তথ্য না পেলে কার কাছে আপিল করতে হবে ?

কোন ব্যক্তি সময়মত তথ্য না পেলে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে যে কর্তৃপক্ষের (ইউনিটের) কাছে তথ্য চাওয়া হয়েছিল সেই সংস্থার বা ইউনিটের ঠিক ওপরের কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করতে পারবেন। এই আপিলে মূল আবেদনপত্রের কপি ও তার সঙ্গে কোন সংযুক্তি থাকলে তা সংযুক্ত করে দিতে হবে।

তথ্য কমিশনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কী ?

তথ্য আইন ঠিকমত প্রয়োগ হচ্ছে কি না তা তদারকির জন্য এবং আইন অমান্য করা হলে তার প্রতিবিধানের জন্য তথ্য কমিশন করা হয়েছে। কমিশন জনগণের কাছ থেকে এই আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন

অভিযোগ থাকলে তা গ্রহণ করে সে ব্যাপারে অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবে।

আপিলের রায় না পেলে বা তা সন্তোষজনক না হলে তথ্য কমিশনের ভূমিকা কী ?

কোন ব্যক্তি সময়মত ওপরে উল্লিখিত আপিলের কোন রায় না পেলে বা তার কাছে আপিলের রায় সন্তোষজনক মনে না হলে তিনি সরাসরি তথ্য কমিশনের কাছে অভিযোগ করতে পারবেন। তথ্য কমিশন এক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে পারে। যেমন, যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইন অমান্য করেছেন তাঁকে জরিমানা করতে পারবেন। কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান বা এই বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত জানাতে না পারলে কিংবা ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদান করলে কিংবা তথ্য প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তাকে তথ্য দেবার জন্য নির্দিষ্ট দিনের পর থেকে প্রতিদিন ৫০ টাকা করে অনধিক ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করতে পারবে।

তথ্য কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল করা যাবে কী ?

তথ্য কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কেউ কোন আদালতে আপিল করতে পারবে না। তথ্য কমিশন একটি দেওয়ানী আদালতের মত ক্ষমতা প্রয়োগ করে কোন ব্যক্তিকে সমনজারী করে, কমিশনের সামনে হাজির হবার জন্যে বাধ্য করে, তথ্য-প্রমাণ, দলিলপত্র, সাক্ষ্য ইত্যাদি তলব করতে পারবে। অর্থাৎ তথ্য কমিশনকে একটি দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তবে সংবিধানের ১০২ ধারা অনুযায়ী সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি উচ্চ আদালতে রিট আবেদন করতে পারবে।



তথ্য অধিকার আইন প্রকল্পের আওতায় ৫টি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এনিমেটরদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা, রিইব, ঢাকা, ১৫-১৯ মার্চ ২০১০

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে রিইব কার্যক্রম**তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা**

প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ আগেরি রিইব তথ্য অধিকার আইন পাশ হবার পর পরই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে ঢাকায় বেশ কয়েকটি কর্মশালা করে। এর উদ্দেশ্য ছিল এই আইনটিকে জনসাধারণের কাছে পরিচিত করানো। রিইব চেয়ারম্যান এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রকল্প পাশ হবার পর গত ০৩-০৬ জানুয়ারী ২০১০ কুষ্টিয়াতে “গণগবেষণা ও তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক” প্রথম কর্মশালা হয় যেখানে নীলফামারী, সৈয়দপুর, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পাবনা, ঈশ্বরদি, মুন্সিগঞ্জ প্রভৃতি জেলা থেকে

হরিজন, বেদে এবং ঋষি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালা পরিচালনা করেন রিইব-এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার সুরাইয়া বেগম এবং কুষ্টিয়ার ফেয়ার-এর দেওয়ান আখতারুজ্জামান। কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারী হরিজন জনগোষ্ঠী কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়রের কাছে দুটি আবেদনপত্র এবং মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কাছে একটি আবেদনপত্র প্রেরণ করে। এই কর্মশালা থেকে বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনপত্র পাঠানো হয়।

রিইব-এর এই প্রকল্পের বিশেষ লক্ষ্য হচ্ছে তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ ব্যবহার এবং প্রয়োগের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কি কি সুবিধা পেতে পারে সে বিষয়ে তাদের সচেতন করে তোলা। এর মাধ্যমে জনসেবা সংক্রান্ত তাদের অধিকারের ক্ষেত্রে তারা আদায় করতে পারবে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য। তাদেরকে বিশেষ যোগাযোগ পদ্ধতি যেমন মিডিয়া প্রচারণা, থিয়েটার এরকমিভিজম-প্রভৃতিতে প্রশিক্ষিত করা। এই পদ্ধতিগুলো জনগোষ্ঠীগুলোকে যেমন সচেতন করবে, তেমনি সমাজ সচেতন হতেও সাহায্য করবে। তাদেরকে এভাবে প্রশিক্ষিত করা যেন তারা তাদের সমস্যা সর্বোচ্চ আইনী আদালতে উপস্থাপন করতে পারেন এবং একটি তথ্য আইন বান্ধব আইনী ও তথ্য ব্যবস্থা স্থাপন করতে পারেন। সুবিধাবঞ্চিত এই সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একটি কর্মক্ষম নেটওয়ার্ক তৈরি করা যাতে তারা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তাদের মতামত জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। উপরোক্ত কার্যাবলী লিখিতভাবে সংরক্ষণ করার উপরও জোর দেওয়া এই প্রকল্পের একটি দিক।

প্রকল্প কাজের অংশ হিসেবে পাঁচটি জনগোষ্ঠীর স্থানীয় তথ্যকর্মী এবং গণগবেষণা দলের সদস্যদের অংশগ্রহণে রিইব এর সেমিনার রুমে ১৫-১৯ মার্চ ২০১০ পাঁচ দিন ব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা পরিচালনায় মূল উজ্জীবকের ভূমিকা পালন করেন রিইব এর চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি এবং এতে সহায়তা করেন নির্বাহী পরিচালক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, তথ্য অধিকার আইন প্রকল্পের সমন্বয়ক ও মাঠ সমন্বয়ক। এই কর্মশালায় রিইব প্রকাশিত ‘তথ্য অধিকার আইন-এর সহজপাঠ’-এর সাহায্যে অংশগ্রহণকারীরা আইনটি যাতে সহজে বুঝতে পারেন সেই বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। অংশগ্রহণকারীদেরকে জানানো হয় যে তাদের জানার অধিকার প্রতিষ্ঠায় বেশী বেশী করে আবেদন করা জরুরী।

রিইব এর সহায়তায় কমিউনিটি পর্যায়ে তথ্য আবেদনের চিত্র

কমিউনিটি	বিবরণ			
	কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন	আপিল	মোট আবেদন	কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জবাব প্রাপ্তি
বেদে	৪	-	৪	-
রবিদাস	৬	-	৬	৫
হরিজন	৩	-	৩	-
মুন্ডা	৪	-	৪	১
ঋষি	৭	১	৮	৩
ঢাকা	২	-	২	১
মোট	২৬	১	২৭	১০

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে গণগবেষণা সভা ও বেইজ লাইন সার্ভে পরিচালনা

এই প্রকল্পে সাতক্ষীরা জেলার ঋষি ও মুন্ডা সম্প্রদায়, মুন্সিগঞ্জ জেলার বেদে সমাজ, কুষ্টিয়া জেলার হরিজন জনগোষ্ঠী এবং নীলফামারী জেলার রবিদাস সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে ও দারিদ্র্য বিমোচনে তথ্য অধিকার আইন কীভাবে সহায়ক শক্তি হতে পারে সে লক্ষ্যে কাজ হচ্ছে। মাঠ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১৭ ফেব্রুয়ারী - ০৮ মার্চ ২০১০ পর্যন্ত দেশের ৫টি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে কমিউনিটি পর্যায়ে গণগবেষণা সভা ও বেইজ লাইন সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে



তথ্য অধিকার আইনের ভিত্তিতে উজ্জীবিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যরা কুষ্টিয়া জেলার ডিসি অফিসে আবেদন জমা দিতে যাচ্ছে, ৫ জানুয়ারী ২০১০।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের অভিজ্ঞতা

এক - “ভাবতেই পারিনি যে ঐ অফিসে আমরা ঢুকতে পারব এবং তারা আমাদের চিঠি গ্রহণ করবে”

কুষ্টিয়াতে ৩-৬ জানুয়ারী ২০১০-এর কর্মশালায় অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী ছিলেন হরিজন সমাজের, যারা সমাজে প্রতিনিয়তই অস্পৃশ্যতার মুখোমুখি হন। ৫ তারিখ কর্মশালায় সিদ্ধান্ত হয় যে, সবাই মিলে বিভিন্ন অফিসে গিয়ে আবেদনপত্র জমা দেয়া হবে। অংশগ্রহণকারীরা অধিকাংশই ২৫-৩০ বছর বয়সের যুবক। সেদিন তারা পরিস্কার ইন্ট্রি করা কাপড় পরে সকলে যখন একত্রে জেলা প্রশাসক অফিসের মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর শাখায় প্রবেশ করে, সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হকচকিয়ে যায়। কারণ ওই অফিস মূলত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি অফিস। প্রথমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আবেদন গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু যখন তাকে আইনের কপি দেওয়া হয় তখন তিনি আবেদন গ্রহণ করে প্রতিলিপিতে সই করে দেন। একইভাবে পৌরসভার মেয়র অফিসে গিয়েও আবেদন জমা দেওয়া হয়, যে অফিসের মাধ্যমে হরিজনদের চাকুরী নিয়ন্ত্রিত হয়। আবেদন জমা দেবার পর আলোচনায় সকলেই প্রকাশ করেন তাদের অনুভূতির কথা। সেখানে একটা কথাই বলা হয় যে, জেলা প্রশাসক অফিস কিংবা মেয়রের অফিসে আবেদন জমা দেবার সময় তারা অনুভব করেছে একটি অন্তর্নিহিত শক্তিকে : তাদের সামষ্টিকতার বোধ

এবং তাদের আইনগত অধিকারের বোধ। যা কিনা তাদেরকে নির্ভীকতায় এগিয়ে যাবার শক্তি দিয়েছে।

দুই: “আমি না জেনে এই চিঠি গ্রহণ করতে পারব না”

মো. সউদ খান মুন্সিগঞ্জ জেলার বেদে সম্প্রদায়ের একজন সদর। তিনি গত ২৯ মার্চ ২০১০ লৌহজং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অফিসে কৃষকদের সরকারী ‘কৃষিকার্ড’ বিতরণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও নির্দেশাবলী সম্পর্কে জানার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ বিষয়ে জানেন না বলে তখনই চিঠি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং পরের দিন চিঠি নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করে বলেন, “আমি না জেনে এই চিঠি গ্রহণ করতে পারব না। আইন দেখে নেয়ার পরই কেবল এই চিঠি গ্রহণ করতে পারব, অন্যথায় নয়”।

তিন: “আমি কোন তথ্যই আপনাকে দিতে পারব না”

গত ০৬ মার্চ ২০১০ সাতক্ষীরা জেলার ঋষি সম্প্রদায়ের অসীম কুমার দাস তালা উপজেলা কৃষি ব্যাংক কর্মকর্তার কার্যালয়ে এদেশের নাগরিকদের ব্যাংক একাউন্ট খোলা ও পরিচালনা বিষয়ে তথ্য জানার জন্য সরকারের সর্বশেষ প্রণীত প্রজ্ঞাপন ও নির্দেশাবলীর কপি পাওয়ার জন্য আবেদন জানান। আবেদনপত্রের সাথে আইনের কপি সংবলিত ‘তথ্য অধিকার আইনের সহজ পাঠ’ নামে একটা বুকলেট প্রদান করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আবেদনপত্র না দেখেই এবং আবেদনকারীর তেমন কোন কথা না শুনেই স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, “আমি কোন তথ্যই আপনাকে দিতে পারব না। কারণ ব্যাংকের এক জনের টাকার হিসাব আরেক জনকে কোন মতেই দেয়া সম্ভব নয়”। এরপর আবেদনকারী কোনমতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে এই বলে বুঝাতে সক্ষম হন যে, “আমি কারোরই ব্যক্তিগত টাকার হিসাব জানতে আসিনি। আর আপনি তথ্য দিবেন নাকি দিবেন না সেটা পরের বিষয়। আপনি আগে আমার আবেদনপত্র এবং এই বিষয়ে সরকারের প্রণীত ‘তথ্য অধিকার আইন ২০০৯’ পড়ে দেখুন। তারপর সিদ্ধান্ত নিন আপনি কী করবেন। কারণ তথ্য দেবার ক্ষেত্রে আপনি এই অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। আর তথ্য আইনের মাধ্যমে তথ্য পাওয়া আমার অধিকার।” এরপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা চিঠি গ্রহণ করেন এবং পরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানান।

চার: “এই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা সকলেই উপকৃত হতে পারি”
‘তথ্য অধিকার আইন ২০০৯’ এর ৮(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার পরিমল কুমার মুন্ডা অগ্রণী ব্যাংক ম্যানেজার এর কাছে গত ০৪/০৩/২০১০ তারিখে এদেশের নাগরিকদের একাউন্ট খোলা ও পরিচালনা সংক্রান্ত সরকারী সর্বশেষ প্রজ্ঞাপন ও নির্দেশাবলীর কপি পাওয়ার আবেদন জানান। এই প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে আবেদনকারীকে উল্লিখিত তথ্যের কপি প্রদান করেন এবং মন্তব্য করে বলেন, “বর্তমান সরকারের এটা একটা খুবই ভাল উদ্যোগ। এই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা সকলেই উপকৃত হতে পারি”।



মুন্সিগঞ্জ জেলার বেদে সমাজে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে দলীয় আলোচনা ও বেইজ লাইন সার্ভে, ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১০

পাঁচ: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উচিত তথ্য আইনটি জানা

আমি ঋষি সমাজের অসীম কুমার দাস তালা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়ে তথ্য পাওয়ার জন্য গত ০৭ মার্চ আবেদন করি। উক্ত অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শ্যামল কুমার সাহার কার্যালয়ের অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করলে তিনি তথ্য দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেন। পরে তিনি বলেন অফিসে এখন বিদ্যুৎ নাই, বিদ্যুৎ এলে তথ্য দেব। কথা মত বিদ্যুৎ আসলে তার রুমে প্রবেশ করে তথ্য চাইলে আমাকে তালা উপজেলা পরিষদ হাসপাতালের গাইড লাইনের বই বের করে দেওয়া হয়। তখন আমি ডাক্তারকে দাদা বলে সম্মান করে জিজ্ঞাসা করলাম দ্বিতীয় নম্বর তথ্য কিভাবে পাবো? উত্তরে তিনি বলেন, ‘আমি ঐ সকল তথ্য দিতে পারবো না। আপনি আমার পাশে আগুর সেকশনে যারা আছেন, তাদের কাছে গেলে দেবে, ঐখানে যান’। এই কথায় তাঁকে বললাম, ‘আপনি যদি ঐ কর্মকর্তাদের তথ্য দিতে বলেন তাহলে তারা আপনাকে তথ্য দিতে বাউণ্ড। এই কথা শুনে তিনি বলেন ‘আপনি বাউণ্ড শব্দ উচ্চারণ করবেন না।’ ঐ মুহূর্তে সামনের চেয়ারে বসা জুনিয়ার অফিসার আমাকে বলেন ‘আপনি আমার স্যার কে ডা: দাদা বললেন কেন? সে কি হয় আপনার? আপনি কি আমার স্যারের কলিগ? যদি কলিগ হন তাহলে আমিও আপনাকে স্যার বলব।’ তার পরে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আমাকে উত্তেজিত হয়ে বলেন ‘আপনি আমার রুমে কার অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করেছেন। এই রুমে ঢুকতে গেলে অনুমতি নিতে হয় না?’ তারপরে আমাকে ইংরেজিতে গালি দিয়ে আমার কাছ থেকে বইটি ফিরিয়ে নিয়ে বললেন ‘যান পরে আসেন পরে দেবো।’ নাগরিকের তথ্য পাওয়ার আইনগত অধিকার থাকলেও এই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে আমাদের।

ক্ষমতায়নের সূচক

সরকার জনগণের সেবক

সরকারের মধ্যে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহীতা অপরিহার্য

সরকার গোপনীয় তথ্য উন্মুক্ত করতে বাধ্য